অক্টোবর

১লা অক্টোবর

বালক যীশু-ভক্তা তেরেজা, চিরকুমারী

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - বালক যীশু-ভক্তা তেরেজা-লিখিত ‘জীবনস্মৃতি’

মণ্ডলীর হৃদয়ে আমি হব ভালবাসা

আমার অপরিসীম কামনা-বাসনা আমাকে খুবই জ্বালাতন করছিল, তাই তার একটা উত্তর পাবার জন্য আমি সাধু পলের পত্রগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। দৈবাৎ আমার চোখে পড়ল করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রের বারো ও তেরো অধ্যায়ের উপর। সেই বারো অধ্যায়ে আমি পড়লাম যে, সকলে একইসময়ে প্রেরিতদূত, নবী ও আচার্য হতে পারে না ; আরও পড়লাম যে, মণ্ডলী নানা অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত ও একটা চোখ একইসময়ে হাত হতে পারে না। এ উত্তর যত স্পষ্ট হোক না কেন, তবু আমার কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি, আমাকে শান্তিও দিতে পারেনি।

নিরাশ না হয়ে আমি পড়তে থাকলাম। তাই এমন এক উক্তি পেলাম যা আমাকে স্বস্তি দিল : *তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও! আর আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।* বস্তুত প্রেরিতদূত পল ঘোষণা করেন যে, ভালবাসা না থাকলে শ্রেষ্ঠ দিব্য দানগুলোও শূন্য ; এমনকি এই ভালবাসাই তো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ যা নিশ্চয়তার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে মানুষকে নিয়ে যায়। অবশেষে আমি শান্তি পেলাম।

আমি মণ্ডলীর রহস্যময় দেহের কথা ভাবতে লাগলাম, কিন্তু সাধু পল যে যে অঙ্গগুলোর কথা বর্ণনা করেছিলেন, আমি সেগুলোর একটারও মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এমনকি আমি সেই সবগুলোরই মধ্যে নিজেকে দেখতে চাচ্ছিলাম। ভালবাসার কথাই আমাকে দিল আমার আহ্বানের চাবিকাঠি। তখন বুঝতে পেলাম যে মণ্ডলীর দেহ এমন, যা নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত, কিন্তু তেমন দেহের প্রয়োজনীয় ও অধিক সম্মানসূচক অঙ্গের অভাব হলে চলবে না। আমি বুঝলাম যে, মণ্ডলীর একটা হৃদয় আছে, এমন হৃদয় যা প্রেমে জ্বলন্ত। বুঝলাম যে, কেবল ভালবাসাই মণ্ডলীর অঙ্গগুলোকে কাজের দিকে প্রেরণা দেয় ; এ ভালবাসা নিভে গেলে তবে প্রেরিতদূতেরাও সুসমাচারের কথা প্রচার করতেন না, সাক্ষ্যমরেরাও রক্তদান করতেন না। আমি বুঝলাম ও উপলব্ধি করলাম যে, ভালবাসা নিজের মধ্যে অপর সব আহ্বান ঘিরে রাখে, উপলব্ধি করলাম যে, ভালবাসাই তো সব, ভালবাসা সর্বকাল ও সর্বস্থান ব্যাপী বিরাজমান—এক কথায় : ভালবাসা অনন্তকালস্থায়ী।

তখন মহা আনন্দে ও উদ্দীপিত অন্তরে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম : আহা, আমার ভালবাসা যীশু, আমি অবশেষে আমার আহ্বানের সন্ধান পেয়েছি। ভালবাসাই আমার আহ্বান। হ্যাঁ, আমি মণ্ডলীতে আমার স্বীয় স্থান পেয়েছি, আর তুমি নিজে, ওগো ঈশ্বর আমার, এই স্থান আমাকে দিয়েছ।

আমার মাতা মণ্ডলীর হৃদয়ে আমি হব ভালবাসা। তাতে আমি সবকিছুই হব ও আমার বাসনা বাস্তব রূপ লাভ করবে।

শ্লোক   যোব ৩১:১৮; এফে ৩:১৮; সাম ৩১:২০ দ্রঃ

℟ হে ঈশ্বর, তোমার ভালবাসা আমার বাল্যকাল থেকে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকল।
℣ সেই ভালবাসা যে কত গভীর, কত উদার, এখন তো আমি তা মাপতে পারি না।
℟ কতই না মহান তোমার সেই ভালবাসা, প্রভু, যা তুমি তাদেরই জন্য সঞ্চিত রাখ যারা তোমাকে ভয় করে।
℣ সেই ভালবাসা যে কত গভীর, কত উদার, এখন তো আমি তা মাপতে পারি না।

২রা অক্টোবর

রক্ষীদূতবৃন্দ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১২**

তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন

আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন। সকলে প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য, আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য। তারা ধন্যবাদ দিক, জাতিগুলোর মাঝে একথা বলুক: প্রভু তাদের জন্য মহা মহা কাজ সাধন করলেন। প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার যত্ন নাও, যে তুমি তার জন্য চিন্তা কর? তুমি তো তার জন্য চিন্তাই কর, তার জন্য তুমি চিন্তিত, তার যত্ন নাও। পরিশেষে তুমি তো তার কাছে তোমার একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ কর, তার উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর, তোমার আপন শ্রীমুখ দর্শনের প্রতিশ্রুতি দাও। স্বর্গ যে আমাদের উপকারের জন্য কিছুই অবহেলা করে না, তা দেখাবার জন্য তুমি তো আমাদের পাশে এই স্বর্গীয় প্রাণীদের রাখ তাঁরা যেন আমাদের রক্ষা করেন, সদুপদেশ দেন, চালিতও করেন।

আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন। এ বাণী তোমার অন্তরে কতই না সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার কথা, কতই না ভক্তি তোমার হৃদয়ে সৃষ্টি করার কথা, কতই না আস্থা তোমার প্রাণে সঞ্চার করার কথা! তাঁদের উপস্থিতির জন্য সম্ভ্রম, তাঁদের মঙ্গলময়তার জন্য ভক্তি, তাঁদের রক্ষার জন্য আস্থা। তাঁরা তো তোমার পাশে উপস্থিত; তোমার সঙ্গে শুধু নয়, তোমার জন্যও তাঁরা উপস্থিত। তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতেই উপস্থিত, তোমার উপকারের জন্যই উপস্থিত।

যদিও দূতবৃন্দ কেবল ঐশআজ্ঞার সাধারণ সাধক, তবুও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে, কারণ তাঁরা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য।

তাই এসো, তেমন মহারক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই; তাঁদের ভালবাসি! যথাসাধ্য যথোচিত সম্মান দেখাই তাঁদের!

দূতবৃন্দের যা আছে ও আমাদের যা আছে, যাঁর কাছ থেকে এ সবকিছু সম্পূর্ণরূপে আসে, সেই ঈশ্বরকে সমস্ত প্রেম ও সম্মান নিবেদিত হোক। তাঁরই কাছ থেকে তো আগত সেই সবকিছু যা গুণে আমরা প্রেম ও সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠি। পিতা দ্বারা আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নিযুক্ত হয়ে যাঁরা ইতিমধ্যে আমাদের চালক ও প্রতিপালক, এসো, আমরা সেই স্বর্গদূতদের আমাদের ভাবী সহউত্তরাধিকারী রূপে ভালবাসি। আমরা তো এখন ঈশ্বরের সন্তান। সন্তান আছি বটে, যদিও একথা বর্তমানে তত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি না, কেননা আমরা এখনও চালক ও প্রতিপালকদের অধীনে শিশুই যেন, ফলে দাসের অবস্থার চেয়ে এখনও তত আলাদা নই। যাই হোক, আমরা যদিও এখনও শিশু, যদিও এখনও আমাদের সামনে অধিক দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথ রয়েছে, তবু এত মহান রক্ষীদের অধীনে আমরা কীবা ভয় করব?

যাঁরা পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন, তাঁরা তো পরাজিত বা প্রবঞ্চিত হতে পারেন না, বলা বাহুল্য তাঁরা প্রবঞ্চনাও করতে পারেন না। তাঁরা বিশ্বস্ত, দূরদর্শী, প্রতাপশালী। তবে ভয় কেন? সুতরাং এসো, আমরা তাঁদের এমনি অনুসরণ করি, তাঁদের কাছে কাছে থাকি, স্বর্গেশ্বরের রক্ষায় থাকি।

শ্লোক সাম ৯১:১১-১২,১০

℟ আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন:
℣ তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন, পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।
℟ তোমার উপর কোন অনিষ্ট এসে পড়বে না, আসবে না কো তোমার তাঁবুপ্রান্তে কোন দুর্বিপাক;
℣ তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন, পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।

৪ঠা অক্টোবর

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - আসিসির সাধু ফ্রান্সিস-লিখিত 'সকল ভক্তবৃন্দের কাছে পত্র' পুস্তিকা ৮৭-৯৪

আমাদের হওয়া উচিত সরল, বিনম্র, শুচি

পরাৎপর পিতা তাঁর আপন মহাদূত গাব্রিয়েলকে পবিত্রতমা ও গৌরবময়ী কুমারী মারীয়ার কাছে এ সংবাদ জানাতে বললেন যে, পিতার পরমযোগ্য, পরমপবিত্র ও পরমগৌরবময় বাণী স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর গর্ভ থেকে আমাদের মানবতা ও দুর্বলতার প্রকৃত মাংস গ্রহণ করবেন। অত্যন্ত ধনবান হয়েও তবু তিনি নিজের জন্য ও তাঁর আপন পুণ্যবতী জননীর জন্য দরিদ্রতাই বেছে নিলেন। যন্ত্রণাভোগের সময় উপস্থিত হলে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করলেন। তারপর পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন: *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক।*

তবু তিনি আপন ইচ্ছা পিতার হাতে সঁপে দিলেন। আর এ হল পিতার ইচ্ছা: যাঁকে আমাদের কাছে দান করা হয়েছিল, যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছিলেন, ধন্য ও গৌরবময় তাঁর সেই পুত্র ক্রুশবেদির উপরে যজ্ঞ ও বলি রূপে আপন রক্তদানে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তিনি তো নিজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেননি, কেননা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর পক্ষে তেমন কিছু প্রয়োজন ছিল না। তিনি বরং আমাদের পাপের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করে আমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেলেন, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। এখন পিতা চান, আমরা সকলে যেন তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাই ও শুচিশুভ্র হৃদয়ে ও পবিত্র দেহে তাঁকে গ্রহণ করি।

আহা, কতই না ধন্য, কতই না আশিসধন্য যারা প্রভুকে ভালবাসে ও তাঁর সুসমাচারের প্রতি বাধ্য! লেখা আছে: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে; তুমি তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাসবে।* তাই এসো, প্রভুকে ভালবাসি, শুদ্ধ হৃদয় দিয়ে ও শুদ্ধ অন্তর দিয়ে তাঁকে পূজা করি, কেননা তিনি নিজেই তো অপর সবকিছুর চেয়ে তা-ই প্রত্যাশা করেন যখন বলেন: *যারা প্রকৃত উপাসক, তারা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করে।* সুতরাং যারা তাঁকে পূজা করে, তারা সকলে যেন আত্মা ও সত্যের শরণে তাঁকে পূজা করে। এসো, দিনরাত তাঁর উদ্দেশে স্তুতি ও মিনতি নিবেদন করে চলি, কেননা আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে হয়, ক্লান্তি মানতে নেই; এসো, তাঁকে বলি, *হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।*

উপরন্তু, এসো, আমরা *মনপরিবর্তনের যোগ্য ফসল* দেখিয়ে সাধনা করে চলি, প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসি। এসো, দয়াবান ও বিনম্র হই, ভিক্ষাদান করি, কেননা এসব কিছুই তো আমাদের প্রাণ থেকে পাপের যত কালিমা ধৌত করে।

মৃত্যুকালে লোকে এজগতে যা রেখে যায়, সেই সবকিছু হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে করে তারা কেবল ভ্রাতৃপ্রেম ও ভিক্ষাদানের পুরস্কার নিয়ে যায়। প্রভুই তো তাদের মজুরি ও প্রতিদান দেবেন।

দেহ অনুসারে জ্ঞানী বা দূরদর্শী হতে নেই, আমাদের বরং হতে হবে সরল, বিনম্র ও শুচি। আমরা সকলের উপরে থাকব, তা নয়, বরং প্রভুপ্রেমের খাতিরে সমস্ত মানুষের অধীনে ও সকলের দাস হতে ইচ্ছা করতে হবে। আর যারা এসব কিছু করবে ও শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, তাদের সকলের উপরেই প্রভুর আত্মা অধিষ্ঠান করবেন। তিনি তাদের অন্তরে আপন গৃহ ও আবাস স্থাপন করবেন। স্বর্গস্থ পিতার কাজ সাধন করে বিধায় তারা তাঁর সন্তান হয়ে উঠবে। তারা প্রভুর কনে বা ভাই কিংবা মাতা বলে পরিগণিত হবে।

শ্লোক মথি ৫:৩,৫-৬

℟ আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

℣ কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

℟ ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

উ কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

৬ই অক্টোবর

সাধু ব্রুনো, নির্জনবাসী

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ব্রুনো-লিখিত 'আপন কার্থুসিয়ান সন্তানদের কাছে পত্র' **১-৩**

আমার আত্মা প্রভুতে উল্লাস করুক

আমাদের প্রিয় ভাই লান্দভিনোর ঘন ঘন ও স্নেহপূর্ণ প্রতিবেদন দ্বারা আমি নিয়মের প্রতি তোমাদের নিখুঁত বিশ্বস্ততা বিষয় অবগত হতে পেরেছি; এবং একথা বলি যে, তা সত্যিই তোমাদের সম্মান স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা যে পবিত্রতা ও সিদ্ধতার আদর্শ অনুধাবনে অত্যন্ত নিবিষ্ট আছ, একথা জেনে আমার প্রাণ প্রভুতে আনন্দ করে। হ্যাঁ, আমি সত্যিই আনন্দিত, ও প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে ও তাঁর প্রশংসা করতে উৎসুক; তথাপি তিক্ততার সঙ্গেও দীর্ঘশ্বাস ফেলি! তোমাদের সকল সদ্‌গুণের প্রচুর শস্যের জন্য আমি উল্লসিত—তা সমীচীন বটে; কিন্তু আমি যে আমার পাপকর্মের মলিনতার মধ্যে শিথিল ও অলস হয়ে থাকি এর জন্য আমি যথেষ্ট দুঃখ ও লজ্জা বোধ করি।

তোমরা কিন্তু, হে আমার প্রিয়তম ভাই, তোমাদের ধন্য সৌভাগ্যের জন্য ও তোমাদের উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহাপ্রাচুর্যের জন্য আনন্দ কর! ঝড়ে আলোড়িত এসংসারের সর্বপ্রকার বিপদ ও নৌকাডুবির মধ্যে তোমরা নিরাপদ হয়ে বেঁচেছ বলে আনন্দ কর! সবচেয়ে সুরক্ষিত আশ্রয়ের নিরাপদ শান্তিতে পৌঁছেছ বলে আনন্দ কর, কেননা তাদের ইচ্ছা ও তাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেকেই তো সেখানে পৌঁছতে অক্ষম! অপর কেউ সেখানে পৌঁছেছে বটে, কিন্তু ঊর্ধ্বলোক থেকে তাদের তেমনটি দেওয়া হয়নি বিধায় তারা পরবর্তীতে সেখান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এজন্য, হে আমার প্রিয়তম ভাই, একথা নিশ্চিত হয়ে জেনে রেখ যে, যে কেউ এ মূল্যবান মঙ্গলদান ভোগ করেছে, সে যে কোন কারণেই হোক না কেন তা হারিয়ে ফেললে এর জন্য অশেষ দুঃখ করবে—অবশ্য, সে যদি নিজের আত্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা বা যত্ন রাখে!

আর তোমরা যারা অশিক্ষিত, হে আমার প্রিয়তম ভাই, তোমাদের জন্যও আমি বলি: *প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ*, কারণ যিনি তোমাদের অধিক ভালবাসেন ও তোমাদের বিষয়ে খুবই গর্ব ও আনন্দ করেন, তোমাদের সেই পিতা ও পরিচালকের প্রতিবেদন অনুসারে আমি তোমাদের উপরে প্রভুর দয়ার মাহাত্ম্য দেখতে পাচ্ছি।

এসো, আমরাও আনন্দ করি, কেননা তোমরা অশিক্ষিত হলেও স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের উদ্বুদ্ধ করতে এসে উপস্থিত হন। সেই সর্বশক্তিমান তাঁর আপন আঙুল দিয়ে তোমাদের হৃদয়ে তাঁর পবিত্র বিধানের প্রতি ভালবাসা শুধু নয়, তার জ্ঞানও লেখেন। যা ভালবাস ও জান, তোমরা তা কাজকর্মেই দেখাচ্ছ। কেননা যখন তোমরা সমস্ত অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠার সঙ্গে প্রকৃত বাধ্যতা পালন কর, তখন একথা স্পষ্ট যে, তোমরা ঐশশাস্ত্রের মাধুর্যপূর্ণ ও জীবনদায়ী ফল প্রজ্ঞার সঙ্গেই গ্রহণ করতে পার।

শ্লোক সাম ৫৫:৭-৮; ১ যোহন ২:১৭

প্র কে আমাকে দিতে পারবে কপোতের মত ডানা, আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পেতে পারি?
উ দেখ, আমি দূরে পালিয়ে প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম।
প্র জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।
উ দেখ, আমি দূরে পালিয়ে প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম।

৭ই অক্টোবর

জপমালা রানী মারীয়া

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **'জলপ্রবাহ' উপদেশ ১১-১২**

পরিত্রাণের রহস্যগুলো ধ্যান করা প্রয়োজন

তোমার কোলে যে পবিত্রজনের জন্ম হবে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, প্রজ্ঞার উৎস ও ঊর্ধ্বলোকে পিতার বাণী বলে অভিহিত হবেন।

হে পবিত্র কুমারী, বাণী তোমার মধ্য দিয়ে মাংস হবেন, আর যিনি বলেন, *আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন*, তিনি এ কথাও বলবেন, *আমি পিতা থেকে উদ্গত হয়ে এজগতে এসেছি।*

তাই *আদিতে ছিলেন বাণী*, অর্থাৎ আদি থেকেও সেই উৎস জলপ্রবাহী ছিলেন; তবুও, যেহেতু আদিতে *বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে* ও যেহেতু বাণী ঈশ্বরের অগম্য আলোতে বাস করছিলেন, সেজন্য সেই উৎস জলপ্রবাহী হয়েও তবু নিজেরই মধ্যে জল প্রবাহিত করছিলেন। তারপর ঈশ্বর একটি পরিকল্পনার কথা ভাবতে লাগলেন: *আমার মনের পরিকল্পনা সকল অমঙ্গলের নয়, শান্তিরই পরিকল্পনা।* কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাঁরই কাছে বসে ছিল, তা জানবার উপায় আমাদের ছিল না, কেননা *কে জানে প্রভুর চিন্তা, কেইবা হতে পারে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* তাই একদিন সেই শান্তির চিন্তা শান্তির কাজে নেমে গেলেন: *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।* তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়েই বিশেষভাবে বাস করতে এলেন। তিনি আমাদের স্মৃতি, আমাদের চিন্তা, আমাদের পরিকল্পনারও বিষয়বস্তু হলেন।

তিনি যদি আমাদের মাঝে না আসতেন, তাহলে কল্পনার ফলস্বরূপ একটা প্রতিমা ছাড়া ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ আর কীবা ধারণা করতে পারত? তবে তেমন ঈশ্বরত্ব রক্ষা করার জন্য এ প্রয়োজন ছিল যে, ঈশ্বর উপলব্ধির অতীত, অগম্য, অদৃশ্য, সম্পূর্ণরূপে কল্পনার বাইরে হবেন। তিনি বরং চাইলেন, মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে, দেখতে ও কল্পনা করতে পারবে! হয় তো তুমি এখন বলবে: কোথায় ও কবেই বা ঈশ্বর আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর? উত্তর: সেই গোশালায়, কুমারীর গর্ভে, পর্বতে উপদেশ দানকালে, রাতে প্রার্থনারত থাকাকালে, ক্রুশে ঝোলা অবস্থায়, মৃত্যুলগ্নে তাঁর দেহ শক্ত হতে হতে, তখনই তিনি দৃষ্টিগোচর। আবার: যখন মৃতদের মধ্যে স্বাধীন হয়ে পাতালকে বশীভূত করেন, যখন তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে বিজয়ের চিহ্ন সেই পেরেকের দাগ শিষ্যদের দেখান, যখন তাঁদের চোখের সামনে স্বর্গারোহণ করেন, তখনও তিনি দৃষ্টিগোচর।

এ সকল নিগূঢ়তত্ত্ব ধ্যান করা কি ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসম্মত ও পবিত্র কাজ নয়? আমার মন যখন সেবিষয়গুলি চিন্তা করে, তখন সেগুলোর মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পায়, সেগুলোর মধ্যে তাঁকেই অনুভব করে যিনি সবকিছুতে ও সম্পূর্ণরূপে আমার ঈশ্বর। সুতরাং সেগুলোতে ধ্যানমগ্ন থাকা, তা-ই প্রকৃত প্রজ্ঞা। খ্রীষ্টের মধুময় স্মৃতিতে আপন হৃদয়কে পরিপূর্ণ করা, তা সত্যিকারে উদ্বুদ্ধ মানুষের চর্চা।

শ্লোক লুক ১:৪২,২৮ দ্রঃ

℟ হে কুমারী মারীয়া, যেরুসালেম-কন্যাদের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই; তুমিই তো পরাৎপর রাজার জননী, তুমিই স্বর্গবাসীদের রানী।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

৯ই অক্টোবর

বিশপ সাধু ডেনিস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **২০:৪৭-৫০**

বিশ্বস্ত ও দৃঢ় সাক্ষ্যদাতা হও

নির্যাতন যেমন বহুপ্রকার, সাক্ষ্যমরণও তেমনি বহুপ্রকার। তুমি তো প্রতিদিন খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদাতা। ব্যভিচারের পাপাত্মা তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু খ্রীষ্টের ভাবী বিচারের ভয়ে তুমি আত্মা ও দেহের শুচিতা রক্ষা করেছ: সুতরাং তুমি খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদাতা। কৃপণতার পাপাত্মা তোমাকে গরিবের সম্পদ দখল করতে বা বিধবার দাবি লঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ স্মরণ করে তুমি বুঝতে পেরেছ যে, অপকার করার চেয়ে উপকার করাই শ্রেয়: সুতরাং তুমি খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদাতা। তাঁর আপনজনেরা তেমন সাক্ষ্যদাতা হবে, এ হল খ্রীষ্টের ইচ্ছা, যেমনটি লেখা আছে: *এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু।*

গর্বের পাপাত্মা তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু নিঃস্ব ও দীনহীনকে দেখে তুমি মর্মপীড়িত হয়েছ আর দম্ভের চেয়ে বিনম্রতাই ভালবেসেছ: সুতরাং তুমি খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদাতা। এমনকি, কথায় শুধু নয়, কাজেও সাক্ষ্যদান করেছ। কেননা যে ব্যক্তি সুসমাচারের নিয়ম-বিধি পালন করায় স্বীকার করে যে, *যীশুখ্রীষ্ট মাংসে এসেছেন*, তার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও অধিকারসম্পন্ন সাক্ষ্যদাতা কেইবা থাকতে পারে? কিন্তু যে কেউ শোনে অথচ কোন কাজ করে না, সে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে। কথায় তাঁকে স্বীকার করলেও সে কাজে তাঁকে অস্বীকারই করে। যারা বলবে, *প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী দিইনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি?* তাদের তিনি উত্তরে বলবেন: *হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে দূর হও!* অতএব, সে-ই সাক্ষ্যদাতা, যে বিশেষভাবে কাজের প্রমাণ দিয়েই প্রভু যীশুর আদেশ ঘোষণা করে।

কতজনই না আজ নিভৃতে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদাতা, ও প্রভু যীশুকে স্বীকার করে থাকে! খ্রীষ্ট বিষয়ে তেমন সাক্ষ্যদান ও বিশ্বস্ত স্বীকারোক্তির অভিজ্ঞতা প্রেরিতদূতেরই হয়েছে; তিনি তো বলেছেন: *আমাদের গর্ব এ, আমাদের বিবেকের সাক্ষ্য!*

এর বিপরীতও ঘটে। কত লোক-ই না বাইরে স্বীকার করেছে কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করেছে! এজন্যই আমাদের এ চেতনা দেওয়া হল: *তোমরা যে কোন আত্মাকে বিশ্বাস করো না*, এবং এ কথাও বলা হল: *তাদের ফল দ্বারাই তোমরা বুঝতে পারবে কাকে বিশ্বাস করতে হবে।*

অতএব, আন্তরিক নির্যাতনে তুমি বিশ্বস্ত ও শক্ত হও যাতে প্রকাশ্য নির্যাতনেও বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হতে পার। কেননা আন্তরিক নির্যাতনেও এমন রাজা, শাসক ও বিচারক রয়েছে যারা তাদের প্রভাবের জন্য ভয়ঙ্কর। প্রভু যে পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়েছেন, সে পরীক্ষায়ই তুমি একটা দৃষ্টান্ত পেতে পার।

লেখা আছে: *তোমাদের মরদেহে পাপ যেন আর কখনও রাজত্ব না করে।* হে মানুষ, দেখতে পাচ্ছ কি তুমি কেমন রাজার সম্মুখীন? তোমার অন্তরে যদি অপরাধকে রাজত্ব করতে দাও, তবে তুমি পাপরাজের অধীন।

যত পাপ ও যত রিপু রয়েছে, তত রাজা রয়েছে। আমরা ঠিক এদেরই সম্মুখীন। এ রাজারাও অনেকের অন্তরে বিচারাসন বসিয়েছে। কিন্তু যে কেউ খ্রীষ্টকে স্বীকার করে, সে সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাজাকে বন্দি করে ও নিজের আত্মার আসন থেকে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দেয়। কেননা যার অন্তরে খ্রীষ্টের বিচারাসন রয়েছে, তার অন্তরে শয়তানের বিচারাসন কেমন থাকতে পারে?

শ্লোক সাম ৬৬:১২ দ্রঃ

℣ ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ মহাসংগ্রাম বহন করেছেন:
℟ আগুন ও জল পেরিয়ে তাঁরা পরিত্রাণ ও গৌরব পেয়েছেন।
℣ ঈশ্বরের সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন:
℟ আগুন ও জল পেরিয়ে তাঁরা পরিত্রাণ ও গৌরব পেয়েছেন।

একই দিন ৯ই অক্টোবর

সাধু যোহন লেওনার্দি, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ পঞ্চম পিউসের কাছে সাধু যোহন লেওনার্দির পত্র

প্রকৃত নবায়নের বিচারমান

যাঁরা মানুষের আচার-আচরণের পুনঃসংস্কার সাধন কর্মে নিয়োজিত হতে অভিপ্রায় করেন, তাঁদের উচিত সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের গৌরবই বিশেষভাবে অন্বেষণ করা; ও যাঁর কাছ থেকে সমস্ত মঙ্গল আগত, তেমন উপযোগী ও কঠিন কাজের জন্য তাঁরই কাছ থেকে সাহায্য প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা করা।

যাদের তাঁরা পুনঃসংস্কার করতে প্রয়াসী, তাঁদের উচিত তাদের দৃষ্টিতে সমস্ত সদ্‌গুণের দর্পণ ও দীপাধারে রাখা প্রদীপের মত নিজেদের উপস্থাপন করা। এও উচিত যে, ঈশ্বরের গৃহের বাসিন্দাদের সামনে তাঁদের অনিন্দ্য জীবন ও উৎকৃষ্ট আচরণ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দান করবে। তবে জোর প্রয়োগের চেয়ে তাঁরা কোমলতার মাধ্যমেই মানুষকে পুনঃসংস্কারের দিকে আকর্ষণ করবেন, কেননা, ট্রেন্ট মহাসভার শিক্ষা অনুসারে, মাথায় যা ইতিমধ্যে পাওয়া যায় না, তা দেহের কাছে দাবি করা চলে না। অন্যথা করলে তবে প্রভুর সমস্ত পরিবারের ন্যায্য অগ্রগতি ও সুবিন্যাস উল্ট-পাল্ট হয়ে যায়। যে কেউ কার্যকর একটা ধর্মীয় ও নৈতিক পুনঃসংস্কার সাধন করতে চান, তাঁর পক্ষে সর্বপ্রথমে এ করা দরকার: উত্তম চিকিৎসকের মত তিনি, মণ্ডলী যত রোগে আক্রান্ত হয়, তার সুচিন্তিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, যেন এক একটা রোগের জন্য উপযোগী প্রতিকার উপস্থাপন করতে সক্ষম হতে পারেন।

মণ্ডলীর নবায়ন সকলেরই মধ্যে সাধিত হওয়া চাই: প্রধান ও কনিষ্ঠ, নেতা ও অধীনস্থ, উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ—সকলেরই মধ্যে। যারা অধিকারপ্রাপ্ত এদের নিয়ে শুরু করে নবায়নটা প্রজাদের পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

এ অত্যন্ত কাম্য হবে যে, যে যে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ ও পালক পুরোহিতের হাতে আত্মাদের প্রত্যক্ষ সেবাযত্ন ন্যস্ত রয়েছে, তাঁরা এমনই হবেন যাতে প্রভুর মেষপালের শাসনের লক্ষ্যে উত্তম নির্ভরশীলতা দেখাতে পারেন।

কিন্তু আসুন, প্রধানদের ছেড়ে কনিষ্ঠদের কাছে নেমে আসি, অর্থাৎ বড়দের কথা ছেড়ে ছোটদের কথায় আসি, কেননা যে কেউ খ্রীষ্টীয় জীবনের মাত্রা উন্নীত করতে মনস্থ, তাঁর পক্ষে এশ্রেণীর মানুষের অবহেলা করা উচিত নয়। বালক-বালিকা যেন প্রথম বয়স থেকেই খাঁটি খ্রীষ্টবিশ্বাস ও পুণ্যাচরণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে, এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার উপায় প্রয়োগ করা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত; কেননা খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব-শিক্ষাদানের চেয়ে আর জরুরী ও আবশ্যক কাজ নেই। বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান কেবল তেমন ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত যারা উত্তম ও ঈশ্বরভীরু।

হে পুণ্যতম পিতা, তেমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিষয়ে প্রভু আপাতত এ চেতনা আমাকে দিয়েছেন। এ সমস্ত ব্যাপার যে সহজ এমন নয়, তবু সম্মুখীন ঝুঁকির সঙ্গে এর তুলনা করলে তবে কোনও প্রচেষ্টাই অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে না। তাছাড়া, মহান লক্ষ্য মহান উপায় দ্বারাই অর্জনীয়, আর অপর দিকে, মহাকীর্তিতে মহাপ্রাণদেরই শোভা পায়।

শ্লোক

ঞ্চ এ ব্যক্তি প্রভুর ইচ্ছা নিষ্ঠার সঙ্গেই পূর্ণ করেছেন; এজন্য এ কথাও শুনেছেন: আমার জনগণের মধ্যে ন্যায়বান হয়েছ,

ট্র এখন আমার বিশ্রামে প্রবেশ কর।

ঞ্চ সংসারের ঐশ্বর্য অস্বীকার করে তিনি স্বর্গরাজ্যের যোগ্য হয়ে উঠলেন:

ট্র এখন আমার বিশ্রামে প্রবেশ কর।

১১ই অক্টোবর

পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ জন

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ জনের উপদেশাবলী দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার মহা উদ্বোধনী উপলক্ষে উপদেশ, ১১ই অক্টোবর ১৯৬২ ১৫৯:১,৩-৬

মণ্ডলী সকলের স্নেহময়ী মাতা

মাতা মণ্ডলী একারণে উল্লসিত যে, ঐশযত্নশীলতার বিশেষ অবদান হেতু সেই অধিক আকাঙ্ক্ষিত দিন ইতিমধ্যে উদিত হয়েছে যেদিন এখানে, সাধু পিতরের সমাধিমন্দিরের ধারে, আজ যাঁর মাতৃমর্যাদা সানন্দে উদ্‌যাপিত, সেই কুমারী ঈশ্বরজননীর সহায়তায় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা উদ্বোধন করা হচ্ছে।

প্রায় কুড়ি শতাব্দীর পরে, যে পরিস্থিতি ও গুরুতম সমস্যাদি মানবজাতিকে মুকাবেলা করতে হচ্ছে, সেগুলোর পরিবর্তন হয়নি; বাস্তবিকই খ্রীষ্ট সর্বদাই ইতিহাস ও জীবনের কেন্দ্রস্থলের অধিকারী: মানুষ হয় খ্রীষ্টে ও তাঁর মণ্ডলীতে লীন থাকায় আলো, মঙ্গল, ন্যায়পরতা ও শান্তি উপভোগ করে, না হয় তাঁকে ছাড়া জীবনযাপন করায় বা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে মণ্ডলীর বাইরে থেকে যায়, আর এজন্যই মানুষে মানুষে অমিল বিরাজ করে, পারস্পরিক সম্পর্ক কঠিন হয়ে ওঠে, রক্তাক্ত যুদ্ধ-লড়াইয়ের বিপদও অবশ্যম্ভাবী হয়।

দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার উদ্বোধনী লগ্নে এ সুস্পষ্ট যে, প্রভুর সত্য আগেকার চেয়েও সত্যিই চিরকালীন। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যুগের আবর্তনক্রমে মানবের অনিশ্চিত মত পরস্পর বিরোধী হয়, এবং বহুবার এমনটি ঘটে যে, ভুলভ্রান্তি গজে ওঠা মাত্রই বিলীন হয়ে যায় যেভাবে ঘন কুয়াশা সূর্যের উদয়ে উবে যায়।

এমন কোন কাল নেই, যে কালে মণ্ডলী তেমন ভুলভ্রান্তির বিপক্ষে উঠে দাঁড়ায়নি; বহুবার তেমন ভুল সে নিন্দাও করেছে, এমনকি অধিকতর কঠোরতার সঙ্গেও নিন্দা করেছে। আজকালের কথা বলতে গিয়ে, খ্রীষ্টের কনে কাঠিন্যের অস্ত্র হাতে না নিয়ে বরং দয়ার ঔষধ ব্যবহার করতে পছন্দ করে; নিন্দা না করে সে বরং ভাবে, তার নিজের ধর্মতত্ত্বের মূল্য স্পষ্টতরভাবে ব্যাখ্যা করায়ই আজকালের প্রয়োজনীয়তার সন্নিকটে যেতে হয়। এর কারণ এ নয় যে, এমন কোনও মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব, অভিমত বা বিপদ নেই যা থেকে নিজেদের রক্ষা করা দরকার বা যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার; বরং কারণটি এ যে, সেগুলো এতই প্রকাশ্যে সততার ন্যায়নীতির বিপরীত, ও এমন মরাত্মক ফল উৎপন্ন করেছে যে, মনে হচ্ছে আজ মানুষ নিজে থেকেই সেগুলো অনুযোগ করে, সেই ধরনের জীবনধারাই বিশেষভাবে মানুষ অনুযোগ করে যা প্রযুক্তির প্রগতিতে অতিরিক্ত আস্থা রাখায় ও মানব-কল্যাণ কেবলমাত্র জীবনের বিলাসিতায় দাঁড় করানোতে ঈশ্বরকে ও তাঁর বিধিনিয়ম উপেক্ষা করে। আজকালের মানুষ এবিষয়ে অধিকতর সচেতন যে, মানব-মর্যাদা ও তার স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা গুরুত্বপূর্ণই ব্যাপার, ও সেটির বাস্তবায়ন অধিক কঠিন বিষয়। যা সর্বোপরি গুরুত্বের বিষয় তা হল এ যে, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ শিখেছে যে, যে সমস্ত গুরু সমস্যা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, সেই সমস্ত কিছু সমাধান করার জন্য পরের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হিংস্রতা, মারণাস্ত্রের প্রতাপ ও রাজনৈতিক প্রাধানতা আদৌ আর যথেষ্ট নয়।

এমতাবস্থায় কাথলিক মণ্ডলী এ বিশ্বজনীন মহাসভা দ্বারা কাথলিক সত্যের মশাল উত্তোলন করতে করতে সকলের স্নেহময়ী মাতা রূপে নিজেকে দেখাতে ইচ্ছা করে, এমন মাতা যে নিজ থেকে বিচ্ছিন্ন সন্তানদের প্রতি কৃপাময়ী, ধৈর্যশীল, দয়া ও মঙ্গলময়তায় চালিতা মাতা। সেই যে গরিব পিতরের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, তার কাছে পিতর সেদিন যেভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ততখানি অসুবিধায় জর্জরিত মানবজাতির কাছে মণ্ডলীও সেভাবে উত্তরে বলে: *‘রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যীশুখ্রীষ্টের নামে, হেঁটে বেড়াও’* (শিষ্য ৩:৬)। অন্য কথায়, আজকালের মানুষের কাছে মণ্ডলী অনিত্য ঐশ্বর্য দানের প্রতিশ্রুত হয় না, এমন সুখ যা শুধু পার্থিবও প্রতিশ্রুত হয় না, বরং সেই অলৌকিক অনুগ্রহের মঙ্গলদানগুলো বিতরণ করে যেগুলো মানুষকে ঈশ্বরসন্তান-সুলভ মর্যাদায় উন্নীত ক’রে এমন বাস্তব রক্ষা ও

সাহায্যে মন্ডিত যাতে মানবজীবন আরও মানবতাপূর্ণ হয়ে ওঠে; আবার, মন্ডলী নিজের উর্বরতম ধর্মতত্ত্বের উৎসধারা উন্মুক্ত করে, যে ধর্মতত্ত্ব লাভে মানুষ খ্রীষ্টের আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সফল হয় মানবের সত্তা প্রকৃতপক্ষে কী, কেমন মর্যাদায় তারা ভূষিত, ও কোন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়া দরকার। অবশেষে, আপন সন্তানদের মধ্য দিয়ে মন্ডলী সর্বত্রই খ্রীষ্টীয় ভালবাসার মহত্ব প্রকাশ করে, কেননা বিবাদ-বিচ্ছেদের বীজ নির্মূল করার জন্য এবং মিলন, ন্যায্য শান্তি ও সার্বিক ভ্রাতৃসুলভ একতা পোষণ করার জন্য সেই ভালবাসা ছাড়া সার্থক আর কিছু নেই।

শ্লোক মথি ১৬:১৮; সাম ৪৭ (৪৮),৯ দ্রঃ

প্র যীশু পিতরকে বললেন, তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মন্ডলী গেঁথে তুলব,
উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।
প্র পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত;
উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।

১৪ই অক্টোবর

পোপ প্রথম কালিস্তো, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'ফর্তুনাতুসের কাছে' ১৩শ অধ্যায়

নির্যাতনকালে ও শান্তিকালে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আচরণ

আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। তাহলে কেইবা ঈশ্বরের বন্ধু হবার জন্য ও খ্রীষ্টের আনন্দে প্রবেশ করার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তেমন গৌরব লাভ করতে চেষ্টা করবে না যাতে পৃথিবীর পীড়ন ও নির্যাতনের পরে স্বর্গের পুরস্কার পেতে পারে? শত্রুকে পরাভূত করে মাতৃভূমিতে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসা যখন পৃথিবীর সৈন্যদের পক্ষে গৌরবেরই চিহ্ন, তখন শয়তানকে পরাভূত করে পরমদেশে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসাই কি মহত্তর গৌরবের চিহ্ন হবে না? পাপী হিসাবেই আদমকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা, সেই দুর্জনকে ভূপাতিত করে যে আদিতে আমাদের প্রবঞ্চিত করেছিল, সেইখানে বিজয়ের চিহ্ন ফিরিয়ে আনব: অধিক গ্রহণীয় উপহার স্বরূপ আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের অকলুষিত বিশ্বাস, অন্তরের অক্ষুণ্ন সদ্‌গুণ, ও ভক্তির উজ্জ্বল প্রশংসাবাদ নিবেদন করব; শত্রুদের উপরে তিনি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে পাশে উপস্থিত হব; তিনি যখন বিচারাসন গ্রহণ করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে দাঁড়াব; খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী ও দূতদের সমরূপ হয়ে উঠব; কুলপতি, প্রেরিতদূত ও নবীদের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবার আনন্দ ভোগ করব। কোন্ নির্যাতনই বা এ সমস্ত ভাবনা জয় করতে পারে? কোন্ পীড়নই বা তা অতিক্রম করতে পারে?

তেমন ধর্মীয় ভাবে পূর্ণ হলে মন সুস্থির ও অটল হয়ে ওঠে, ও শয়তানের সকল সন্ত্রাস ও সংসারের সকল হুমকির বিরুদ্ধে অন্তর অবিচল ও নিষ্ঠাবান হয়ে দাঁড়ায়—সেই যে অন্তর যা ভাবী বিষয়গুলোর নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারাই স্থিতমূল। সংসারের নির্যাতনে খ্রীষ্টান ভূপাতিত হোক, তার কাছে স্বর্গই প্রকাশ্য; খ্রীষ্টবৈরী হুমকি দিক, খ্রীষ্টই তার রক্ষা; সে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হোক, অমরত্বই পুরস্কার! এসংসারের কাছ থেকে আনন্দের মধ্যেই বিদায় নেওয়া, অত্যাচার ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বিজয়ী অবস্থায়ই বিদায় নেওয়া, যে চোখ একসময়ে মানুষ ও সংসারকে দেখত তা এক নিমেষেই বন্ধ ক'রে ঈশ্বরকে ও খ্রীষ্টকে দেখবার জন্য হঠাৎ খুলে দেওয়া—আহা, এতে কেমন সম্মান, কেমন নিশ্চয়তা! আর স্থানান্তরটাও কেমন দ্রুতভাবে সাধিত! তোমাকে হঠাৎ পৃথিবীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যেন স্বর্গরাজ্যে উপনীত হতে পার।

এ সমস্ত বিষয় আমাদের মন ও অন্তরকে ঘিরে রাখুক; দিনরাত এ বিষয়েই ধ্যানমগ্ন হওয়া চাই। নির্যাতন ঈশ্বরের তেমন সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও সংগ্রামে প্রস্তুত তার শক্তি পরাভূত করতে পারবে না। আর চরম আহ্বান নির্যাতনের আগে ধ্বনিত হলে, তবুও সাক্ষ্যমরণের জন্য তৈরী বিশ্বাস পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না, কেননা আগে বা পরে, কালের তেমন পার্থক্যের উপরই যে বিচারকর্তা ঈশ্বরের পুরস্কার নির্ভর করে এমন নয়:

নির্যাতনকালে সৈন্যসুলভ বীর্য পুরস্কৃত, শান্তিকালে সদ্বিবেক।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২ দ্রঃ

℣ সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাক যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন

℟ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করার জন্য, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

℣ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়

℟ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করার জন্য, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

১৫ই অক্টোবর

আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - আভিলার সাধ্বী তেরেজা-লিখিত 'জীবন-পুস্তক' ২২:৬-৭,১৪

এসো, খ্রীস্টের প্রেমের কথা নিত্যই স্মরণে রাখি

খ্রীষ্টযীশুই যার বন্ধু, তাঁর মত তেমন উদারমনা নেতারই যে অনুসরণ করে, সে নিশ্চয়ই সবকিছু সহ্য করতে পারে; কেননা যীশু সাহায্য ও শক্তি দান করেন, সহায়তা দানে তিনি কখনও ক্ষান্ত হন না; তাছাড়া তাঁর প্রেম অকপট। বাস্তবিকই আমি সবসময় স্বীকার করেছি ও এখনও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, আমরা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারি না ও তাঁর কাছ থেকে মহা অনুগ্রহও পেতে পারি না যদি না খ্রীস্টের সেই পবিত্রতম মানবতারই মধ্য দিয়ে—যে মানবতায় ঈশ্বর বলেছেন তিনি প্রীত।

আমি বহুবার এর অভিজ্ঞতা করেছি, ও প্রভু নিজেই একথা আমাকে জানিয়েছেন। আমি স্পষ্ট দেখেছি যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি, সেই সর্বোচ্চ ঐশমহিমা তাঁর মহারহস্যগুলো আমাদের দেখাবেন, তবে এ দরজা দিয়েই আমাদের প্রবেশ করা দরকার। আমরা ঐশদর্শনের চূড়ায় পৌঁছে গেলেও অন্য পথ খোঁজ করা উচিত নয়, কেননা এ পথ দিয়েই আমরা নিরাপদ। আমাদের প্রভুর হাত থেকেই সমস্ত মঙ্গল আমাদের কাছে আসে। তিনিই আমাদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

তাঁর জীবন বিষয় ধ্যান করলে অত্যাধিক নিখুঁত আদর্শ পাওয়া যাবে। আমাদের পাশে পাশে যখন তেমন উত্তম বন্ধু রয়েছেন যিনি ক্লেশ ও সঙ্কটের দিনে আমাদের কখনও ফেলে রাখবেন না—সংসারের বন্ধুরা যেমনটি করে—তখন এর চেয়ে আমরা আর কিসের বাসনা করব? সে-ই ধন্য, যে তাঁকে সত্যি ভালবাসে ও খ্রীষ্টই যার নিত্য সঙ্গী! এসো, প্রেরিতদূত পলের দিকে তাকাই: তাঁর হৃদয়ে যীশুনাম দৃঢ়স্থাপিত ছিল বিধায় তিনি মুখেও সেই নাম সর্বদাই না রেখে পারতেন না। এ সত্য উপলব্ধি করে আমি ভাবতে লাগলাম, ও জানতে পারলাম যে, কোন কোন সাধুসাধ্বী যাঁরা অধিক ধ্যানী ছিলেন যেমন ফ্রান্সিস, পাদুয়ার আন্তনি, বার্নার্ড, সিয়েনার কাথারিনা, তাঁরাও অন্য পথে চলেননি। ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে মহা উদারতার সঙ্গেই এ পথে চলা প্রয়োজন। তিনি যদি আপন রাজ্যের প্রধানদের মধ্যে আমাদের পরিগণিত ও উন্নীত করতে ইচ্ছা করেন, তবে এসো, তেমন অনুগ্রহ স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করি।

সুতরাং এসো, যতবার খ্রীস্টের কথা ভাবি, ততবার সেই প্রেমেরই কথা স্মরণ করি যা ততগুলো অনুগ্রহ বিতরণ করতে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে; সেই উদ্দীপ্ত ভালবাসারই কথাও স্মরণ করি যা খ্রীস্টে আপন স্নেহের পণ দান করায় ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন: হ্যাঁ, প্রেম প্রেমকেই দাবি করে। সুতরাং এসো, এ সত্য বিষয় ধ্যান করতে ও প্রেমে নিজেদের উদ্দীপিত করতে সচেস্ট থাকি। আহা, প্রভু একবারই অনুগ্রহ করে যদি আমাদের হৃদয়ে সেই প্রেম সঞ্চার করতেন! তবে আমাদের পক্ষে সবকিছু সহজ হয়ে যেত, আর আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ও বিনা শ্রমে অনেক কিছু সাধন করতে পারতাম।

শ্লোক সাম ৭৩:২৭,২৮; ১ করি ৬:১৭

℣ তোমা থেকে যারা দূরে আছে, তারা সত্যি লুপ্ত হবে,

℣ পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল, আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।
℟ প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়।
℣ পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল, আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।

১৬ই অক্টোবর

সাধ্বী হেডুইগ, ধর্মব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - সমসাময়িক লেখক-লিখিত 'সাধ্বী হেডুইগের জীবনী' ৮:২০১-২০২

তাঁর অন্তর ঈশ্বরের দিকে নিত্যই ধাবিত ছিল

স্বর্গীয় যেরুসালেমের নির্মাণকাজে যে জীবন্ত প্রস্তরগুলো বসাবার কথা, সেগুলো যে এজীবনকালে প্রতিকূলতা ও সঙ্কটের আঘাতে আঘাতে সূক্ষ্ম করা দরকার, এবং চিরন্তন সুখে ও গৌরবময় মাতৃভূমিতে আরোহণ করার জন্য যে বহু ক্লেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া দরকার, এ কথা জেনে ঈশ্বরের দাসী দুঃখকষ্টের হাতে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে ছেড়ে দিলেন, ও বিনা মমতায় নিজের দেহকে বহুপ্রকার কশায় আঘাত করলেন। হ্যাঁ, তিনি দিনরাত উপবাস ও খাদ্যাহার দিয়ে নিজেকে এমনভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ করলেন যে, অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করছিল তেমন দুর্বল ও নরম প্রকৃতির নারী কেমন করে তত পীড়ন সহ্য করতে পারবেন।

দেহদমন তিনি সুবুদ্ধির সঙ্গেই অবলম্বন করতেন বটে, তবু এক্ষেত্রে তিনি যতখানি রতা থাকতেন, আত্মার তেজ ও অনুগ্রহের বৃদ্ধি ক্ষেত্রে ততখানি দ্রুতগামী হতেন, কেননা তাঁর অন্তরে দিব্য প্রেম ও ভক্তির আগুন নিত্যই জ্বলন্ত ছিল। বাস্তবিকই বহুবার ঊর্ধ্বে উন্নীতা হয়ে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এমন উদ্দীপ্ত বাসনার সঙ্গেই কথোপকথন করতেন যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে এসংসারের উপস্থিতি পর্যন্তও অনুভব করতেন না।

আত্মার ভক্তি দ্বারা তিনি যেমন ঈশ্বরের প্রতি নিত্যই ধাবিতা ছিলেন, তেমনি তাঁর মঙ্গলকর ভালবাসা দিয়ে প্রতিবেশীর দিকে নত হতেন। মুক্তহস্তে অভাবগ্রস্তদের ভিক্ষাদান করতেন, নানা ধর্মীয় সঙ্ঘের উপকার করতেন, মঠের ভিতরে কি বাইরে নিবাসী যত ধর্মব্রতী-ব্রতিনীকেও যথেষ্ট সাহায্য করতেন; বিধবা, এতিম, অসুস্থ, দুর্বল, কুষ্ঠরোগী, কারারুদ্ধ, প্রবাসী ও অভাবগ্রস্ত স্তন্যদাত্রীদের কল্যাণ সাধন করতেন। এক কথায়, তিনি সমস্ত প্রকার সহায়তা দানে তৈরী ছিলেন, ও গরিব তাঁর সাহায্য না পেয়ে চলে যাবে এমনটি ঘটতে কখনও দেননি।

আর যেহেতু ঈশ্বরের এ দাসী মঙ্গল সাধনে কখনও অবহেলা করেননি, সেজন্য ঈশ্বর বিশেষ এক অনুগ্রহ তাঁকে মঞ্জুর করলেন।

মাঝে মাঝে একেবারে নিঃশেষিতা ও বলহীন হলেও তিনি খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের দিব্য পরাক্রম দ্বারা তখনও প্রতিবেশীর প্রয়োজন মেটাতে পারতেন। তাই যারা আত্মা ও দেহের মঙ্গলের জন্য তাঁর কাছে যেত, তিনি ঐশমঙ্গলময়তার সদিচ্ছা অনুসারে সকলেরই সহায়তা করতেন।

শ্লোক প্রবচন ৩১:১৭,১৮ দ্রঃ

℟ তিনি তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধেন, কাজে ব্যস্ত থেকে দেখান তাঁর বাহুর কেমন শক্তি।
℣ ঐশপ্রজ্ঞা বিস্তার-কাজে তিনি ফলশালী হলেন।
℟ তাঁর প্রদীপ কখনও নিববে না।
℣ ঐশপ্রজ্ঞা বিস্তার-কাজে তিনি ফলশালী হলেন।

একই দিন ১৬ই অক্টোবর

সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকক, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাককের পত্রাবলি

খ্রীষ্টের সেই অসীম ভালবাসা যা সমস্ত বোধের অতীত

আমি মনে করি যে, আমাদের প্রভু যখন একান্তই বাসনা করেন তাঁর পবিত্র হৃদয় বিশেষ সম্মানের পাত্র হোক, তখন তাঁর অভিপ্রায় এ হল যে, আত্মাদের মধ্যে তাঁর মুক্তিকর্মের ফল যেন নবায়িত হয়। কেননা তাঁর পবিত্র হৃদয় এমন অফুরন্ত উৎস, যা সেই সকল হৃদয় পরিপূর্ণ করতে চায় যা বিনম্র, শূন্য, সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে নিত্য তৈরী।

হ্যাঁ, এ দিব্য হৃদয় এমন অফুরানো উৎস যা থেকে তিনটে খাল অবিরতই নির্গত: প্রথমটা হল পাপীদের প্রতি সেই দয়ার খাল যা পাপীদের অন্তরে অনুতাপ ও তপস্যা সঞ্চার করে। দ্বিতীয়টা হল সেই ভালবাসার খাল যা অভাবগ্রস্ত সকল হতভাগার কাছে, যারা সিদ্ধজীবনের দিকে অনুধাবিত, বিশেষভাবে তাদেরই কাছে সহায়তা বইয়ে আনে: এতে তারা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার জন্য শক্তি পাবে। তৃতীয়টা হল তাঁর সিদ্ধতা-প্রাপ্ত বন্ধুদের জন্য প্রেম ও আলোর খাল, কেননা তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও আকাঙ্ক্ষার সহভাগী করার জন্য তাদের নিজের সঙ্গে মিলিত করতে ইচ্ছা করেন, তারা যেন যে কোন এক পথ ধরে তাঁর গৌরবের উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করে।

এ দিব্য হৃদয় হল মঙ্গলময়তার অতল ভান্ডার, যার মধ্যে গরিবেরা নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা ফেলে দিতে আহূত। এ দিব্য হৃদয় হল গৌরবের অতল ভান্ডার, যার মধ্যে আমরা আমাদের সমস্ত দুঃখ নিক্ষেপ করতে আহূত। এ দিব্য হৃদয় হল আমাদের অভিমানের জন্য বিনম্রতারই অতল ভান্ডার, দুঃখীদের জন্য দয়ারই অতল ভান্ডার, ও এমন ভালবাসার অতল ভান্ডার যার মধ্যে আমরা আমাদের সমস্ত দুর্দশা সমাহিত করতে আহূত।

তাহলে তোমাদের পক্ষে কেবল এ করা দরকার: যে কোন কর্মে হাত দাও না কেন তোমরা আমাদের প্রভুর পবিত্র হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হও—কাজের শুরুতে মন প্রস্তুত করার জন্য, কাজ শেষে ক্ষতিপূরণ করার জন্য। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: তোমরা কি প্রার্থনা করতে নিজেদের অক্ষম জ্ঞান করছ? তবে বেদির সাক্রামেন্তে দিব্য মুক্তিসাধক আমাদের জন্য যে প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থনাই অর্পণ করে খুশি হও। তোমাদের সমস্ত দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রেমপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা অর্পণ কর। তোমাদের যে কোন কাজে তোমরা এ মন্ত্র জপ করে চল: ঈশ্বর আমার, আমি তোমার ঐশপুত্রের পবিত্র হৃদয়েই একাজ সাধন বা সহ্য করি, এবং তা সাধন বা সহ্য করি তাঁর সেই পুণ্য মন অনুসারে যা তোমার কাছে নিবেদন করি, আমার কাজে যা কিছু অপবিত্র ও ত্রুটিপূর্ণ থাকে যেন তার ক্ষতিপূরণ সাধিত হয়। জীবনের সমস্ত অবস্থায় তেমনটি করা উচিত। কোন কষ্ট, দুঃখ বা অসন্তোষজনক কিছু তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরা নিজেদের কাছে একথা বল: তাঁর নিজের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করার জন্য যীশুর পবিত্র হৃদয় তোমার কাছে যা প্রেরণ করে, তা গ্রহণ কর।

সর্বোপরি হৃদয়ের শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট থাক, কেননা এ শান্তি সমস্ত ধনের ঊর্ধ্বে। তা পাবার উপায় এরূপ: তোমাদের যেন আর স্ব-ইচ্ছা না থাকে, কিন্তু তোমাদেরটার স্থানে দিব্য হৃদয়ের ইচ্ছাই যেন থাকে; এবং সম্মতি দিতে হবে, যা কিছু তাঁর গৌরবের বৃদ্ধি আনতে পারে তিনি যেন আমাদের জন্য তা অভিপ্রায় করতে পারেন—এই চিন্তায় সন্তুষ্ট হয়ে যে, সবকিছুতে আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন ও তাঁর হাতে সমর্পিত।

শ্লোক মথি ১১:২৫-২৬; সাম ৭৩:২৬

℟ হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ।
℣ হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে।
℟ পরমেশ্বরই আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।
℣ হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে।

১৭ই অক্টোবর

আন্তিওখিয়ার সাধু ইগ্নাসিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

আমি তো ঈশ্বরের গম:
হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার

আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমন হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। আমার হয়ে তোমরা খ্রীষ্টের কাছে যাচনা কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি।

পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা এজগতের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়! পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রীষ্টযীশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না, আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

এসংসারের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যীশুখ্রীষ্ট ও অন্তরে সংসার, তেমন কিছু সহ্য করো না। তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।' ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি যা দাউদ-বংশীয় যীশুখ্রীষ্টের মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচনা করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

শ্লোক

℟ খ্রীষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমাদের আত্মার কাছে গোপন কিছু থাকবে না।

℣ বিশ্বাস-ই আদি, ভালবাসাই সমাপ্তি।

℟ সুসমাচারের বিনম্রতা ও কোমলতা পরিধান করে তোমরা সেই বিশ্বাসেই নবায়িত হও যা প্রভুর মাংস, সেই ভালবাসায়ও নবায়িত হও যা যীশুখ্রীষ্টের রক্ত।

℟ বিশ্বাস-ই আদি, ভালবাসাই সমাপ্তি।

১৮ই অক্টোবর

সাধু লুক, সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৯:২৭-৩১; ১১:১৯-২৬

মণ্ডলী পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ

বার্নাবাস পলকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কাসে যীশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। তাই সৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুসালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন; তিনি প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করতেন। কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে সীজারিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

ইতিমধ্যে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। তবু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও সাইরিনির কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে গিয়ে প্রভু যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। তেমন কথা যেরুসালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে যুক্ত হল। পরে তিনি সৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রীষ্টান' নামে অভিহিত করা হল।

শ্লোক শিষ্য ১২:২৪; ১৩:৪৮,৫২

℣ ঈশ্বরের বাণী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও চারদিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল।
℟ অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।
℣ শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।
℟ অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

দ্বিতীয় পাঠ - একাদশ শতাব্দীর অপরিচিত লেখকের উপদেশ

লুকের নানাবিধ গুণ

যখন পল ভুলভ্রান্তির অন্ধকার ত্যাগ করে সত্যকার বিশ্বাস গ্রহণ করলেন ও শিষ্যদের দলে যোগ দিলেন, তখন লুক বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর সমস্ত যাত্রার সঙ্গী হলেন ও পল যেখানে গেলেন তিনিও সেখানে তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। খ্রীষ্টের তেমন সৈন্যের সঙ্গী হওয়ায় লুক তাঁর সঙ্গে দস্যুর মত কারাবাস ভোগ করলেন, ও পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দিব্য জ্ঞানের আলো বিস্তার করতে তাঁর সহায় হলেন। তিনি পলের এতই ঘনিষ্ঠ ও সব দিক দিয়েই তাঁর এত গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, বিশ্বাসীদের কাছে আপন পত্রগুলোতে পল একাধিকবার

তাঁর প্রিয়তম লুকের কথা উল্লেখ করেন। লুক পলের সঙ্গে যেরুসালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করলেন, আর যুদেয়া থেকে রোম অভিমুখে যাত্রাকালে পলের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হল, পলের সঙ্গে তিনিও পরিশ্রম করলেন, তাঁর সঙ্গে পীড়নও ভোগ করলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর নৌকোডুবিও হল। সবকিছুতে পলের সঙ্গী হওয়া, আর শুধু তা নয়, তাঁর জয়মালারও সহভাগী হওয়াই ছিল লুকের একান্ত বাসনা।

পলের সঙ্গে বাণীপ্রচার কাজে ব্যস্ত হওয়ার পর ও তাঁর গুরুর নির্দেশমত বহু দেশ জয় করে সত্যকার বিশ্বাসে তাদের আনার পর এ প্রিয় শিষ্য পুণ্য লেখক ও সুসমাচার-রচয়িতার পরিচয় দিলেন: প্রথম শিষ্যদের কাছ থেকে জ্ঞান পেয়ে ও দিব্য অনুপ্রেরণা লাভ করে তিনি খ্রীষ্টবিশ্বাসের আদিকালের ঘটনাগুলো সঙ্কলন করলেন। তিনিই সেই রচয়িতা যিনি সেই রহস্য লিপিবদ্ধ করলেন যা অনুসারে গাব্রিয়েল কুমারীর কাছে জগতে আসন্ন আনন্দের বার্তা জানিয়েছিলেন। তিনিই খ্রীষ্টের জন্মের উজ্জ্বল বিবরণী দিয়ে জাবপাত্রে শোয়ানো নবজাত শিশুকে আমাদের দেখালেন ও রাখালদের কথা ও সেই দূতদের কথা জানালেন যাঁরা শুভসংবাদ গান করছিলেন। তিনি সেই অবর্ণনীয় ঘটনাগুলো সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি এমন আসক্তির সঙ্গেই রচনা করলেন যে, সেই অপরূপ ঘটনাগুলোতে নিহিত মর্মসত্য রচনার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়—হ্যাঁ, তাঁর সূক্ষ্ম ধারণার ঐশ্বর্য তাঁর ভাষায় যোগ্য শোভা পায়। অপর রচয়িতাদের চেয়ে তিনিই বেশি উপমা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন; আর তিনি যেমন পৃথিবীতে বাণীর অবতরণের কথা বলেছিলেন, তেমনি তাঁর স্বর্গারোহণ ও পিতার কাছে তাঁর প্রত্যাগমনের কথাও বর্ণনা করলেন।

কিন্তু লুকের বেলায় পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ এতে ক্ষান্ত হয়নি; বাস্তবিকই লুক কেবল সুসমাচার লেখায়ই তুষ্ট হননি, কিন্তু খ্রীষ্ট-সাধিত আশ্চর্য কাজ বর্ণনা করার পর শিষ্যদের কার্যকলাপও বর্ণনা করতে বসলেন: প্রথম, ত্রাণকর্তার স্বর্গারোহণ; এরপর, প্রেরিতদূতদের উপরে অগ্নিজিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মার অবতরণ; এরপর, স্তেফানের শহীদমৃত্যু, পলের মনপরিবর্তন—কেমন করে খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে পলকে ডাকলেন ও কেমন করে পল 'অক্ষর' থেকে 'আত্মায়' উত্তীর্ণ হলেন ইত্যাদি কথা—, পলের নানা পীড়ন যথা, অবিশ্বাসীদের হাতে তাঁর কারাবাস, নির্যাতন, কশাঘাত, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কথা; যেরুসালেম থেকে তাঁর রোম যাত্রা; জলযাত্রায় তাঁর দুর্দশা, কষ্ট, বিপদ, নৌকাডুবি ইত্যাদি কথা। লুক এসব কিছুর সাধারণ সাক্ষী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিজেই তার বাস্তব সহভাগী; আর ঠিক এ কারণেই তিনি তত সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে চেষ্টা করলেন।

শ্লোক লুক ১:৩,৪; শিষ্য ১:১ দ্রঃ

℣ প্রথম থেকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর লুক একটি সুসমাচার রচনা করলেন,
℟ আমরা যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছি, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারি।
℣ যা যীশু শুরু থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন, লুক তা লিপিবদ্ধ করলেন,
℟ আমরা যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছি, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারি।

১৯শে অক্টোবর

সাধু যোহন দ্য ব্রেবাফ, ইসায়াক যোগ, পুরোহিত ও তাঁদের সাক্ষ্যমর সঙ্গীরা

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন দ্য ব্রেবাফের আধ্যাত্মিক লেখা

যীশু, তুমি যখন প্রসন্ন হয়ে আমার জন্য মরেছ,
আমিও যেন কেবল তোমারই জন্য মরতে পারি

আমি দু'দিন ধরেই সাক্ষ্যমরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সেই সকল নিপীড়ন সহ্য করার জ্বলন্ত বাসনা অনুভব করেছি যা সাক্ষ্যমরেরা ভোগ করেছিলেন। হে আমার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যীশু, যে সকল মঙ্গলদান তুমি আমার উপর বর্ষণ করেছ, তার প্রতিদানে আমি তোমাকে কী দিতে পারব? তোমার হাত থেকে তোমার যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র তুলে ধরে তোমার নাম করব!

তোমার সনাতন পিতা ও পবিত্র আত্মার সামনে, তোমার পরমপবিত্রা জননী ও তাঁর শুচিতম বরের সামনে, স্বর্গদূত, প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমরদের সামনে, আমার মাননীয় পিতৃগণ সাধু ইগ্নাস ও সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সামনে আমি ব্রত নিচ্ছি—হ্যাঁ, ত্রাণকর্তা যীশু আমার, আমি এ ব্রত নিচ্ছি যে, তোমার অসীম করুণায় তুমি যদি একদিন তোমার এ অযোগ্য দাসকে সাক্ষ্যমরণ-অনুগ্রহ নিবেদন কর, আমি সাধ্যমত তা কখনও এড়াব না।

এমন পর্যায়েই নিজেকে বাধ্য করছি যে, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এমনটি চাই যেন—তোমার গৌরবের জন্য আমি অন্যথা ব্যবহার করা উচিত বলে শ্রেয় বিবেচনা করব এমন ব্যতিক্রম ছাড়া—আমাকে তোমার জন্য মরবার ও রক্ত দেবার সুযোগ এড়াতে দেওয়া না হয়। আর মারণাঘাত গ্রহণ করলে পর, আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনা ও আনন্দের সঙ্গেই তা তোমার হাত থেকে গ্রহণ করতে নিজেকে বাধ্য করি। এজন্যই, প্রিয় যীশু আমার, আমি এ মুহূর্ত থেকেই আনন্দের আতিশয্যে আমার রক্ত, আমার দেহ ও আমার প্রাণ তোমার কাছে উৎসর্গ করি, তুমি অনুগ্রহ করলে আমি যেন কেবল তোমারই জন্য মরতে পারি—তুমি যে প্রসন্ন হয়ে আমার জন্য মরেছ। এমনটি দাও, আমি যেন এমনভাবেই জীবনযাপন করি, যাতে তোমার দৃষ্টিতে এ আনন্দপূর্ণ মৃত্যু বরণ করার যোগ্য হতে পারি।

তবে, হে ত্রাণকর্তা ঈশ্বর আমার, আমি তোমার হাত থেকে তোমার যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র তুলে নিয়ে তোমার নাম করব: যীশু, যীশু, যীশু!

ঈশ্বর আমার, তুমি যে এখানে এমনভাবেই অপরিচিত ও এ বর্বর জাতির মধ্যে যে কেবল অল্পজনই তোমার বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, একথা আমাকে কেমন দুঃখ দেয়! পাপ এখনও নিঃশেষ হয়নি ও তুমি এখনও এদের প্রেমের পাত্র নও! হ্যাঁ, ঈশ্বর আমার, এ দেশগুলোতে কারারুদ্ধরা যত যন্ত্রণা ও নির্মম পীড়ন সহ্য করতে পারে তা যদি আমার উপরেই এসে পড়ে, আমি একাকী হয়েও সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা বহন করতে ও সহ্য করতে সম্মত।

শ্লোক হিব্রু ১১:৩৩,৩৪,৩৯; প্রজ্ঞা ৩:৫ দ্রঃ

℟ পবিত্রজনেরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন।
℣ তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পেলেন।
℟ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তাঁরা যোগ্য।
℣ তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পেলেন।

একই দিন ১৯শে অক্টোবর

ক্রুশভক্ত পল, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - ক্রুশভক্ত পলের পত্রাবলি

আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের কথা প্রচার করি

খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ বিষয় ধ্যান করা উৎকৃষ্ট ও পুণ্য কাজ; এভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে পুণ্য সংযোগ লাভ করা হয়। এ পুণ্যতম বিদ্যালয়ে প্রকৃত প্রজ্ঞা শেখা যায়: হ্যাঁ, পুণ্যজনেরা এইখানে তা শিখেছেন।

আর যখন আমাদের কোমল যীশুর ক্রুশ তোমাদের হৃদয়ে গভীর শিকড় নামাবে, তখন তোমরা গান করবে: যন্ত্রণা চাই, মৃত্যু নয়; অথবা, হয় যন্ত্রণা না হয় মৃত্যু; কিংবা আরও ভাল, যন্ত্রণা নয়, মৃত্যুও নয়, কিন্তু এটুকুই শুধু: ঐশইচ্ছা অনুসারে সম্পূর্ণ রূপান্তর!

প্রেম এমন সদ্‌গুণ যা মিলন ঘটায় ও মঙ্গলময় প্রেমের পাত্রের যন্ত্রণা আপন করে। এই যে আগুন যা হাড়ের গ্রন্থিমজ্জা পর্যন্তই ভেদ করে, তা প্রেমিককে প্রেমের পাত্রে রূপান্তরিত করে, ও যন্ত্রণার সঙ্গে প্রেমকে ও প্রেমের সঙ্গে যন্ত্রণাকে এমন উৎকৃষ্ট ভাবেই মিলিত করে যে, প্রেমকে ও যন্ত্রণাকে এমন ঐক্যে পরিণত করে যার ফলে যন্ত্রণা থেকে প্রেমকে আর চেনা যায় না, প্রেম থেকে যন্ত্রণাকেও আর চেনা যায় না।

প্রেমপূর্ণ আত্মা নিজের যন্ত্রণায় আনন্দ করে ও নিজের দুঃখপূর্ণ প্রেমে উৎফুল্ল হয়। সুতরাং সদ্‌গুণ অনুশীলনে ও

বিশেষভাবে সেই কোমল ও দয়ালু যীশুর অনুকরণেই তোমরা নিষ্ঠাবান হও, কেননা এ তো শুদ্ধ প্রেমের সর্বোচ্চ চূড়া।

এমনটি কর যেন অন্তরে শুধু নয়, বাইরেও সকলের কাছে প্রকাশ পেতে পারে যে তোমরা সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তি বহন কর যিনি সম্পূর্ণরূপে কোমল, নম্র ও ধৈর্যশীল। কেননা অন্তরে যে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখে, সে বাইরেও তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করে—সে বীরসুলভ শক্তির অবিরত অনুশীলন দ্বারা ও বিশেষভাবে সদ্‌গুণমণ্ডিত যন্ত্রণাভোগ দ্বারা অন্তরে বা বাইরে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না।

তোমরা ঠিক এভাবেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুতে লুক্কায়িত থাক। তিনি যা ইচ্ছা করেন, প্রেমের খাতিরে সব দিক দিয়েই তাতে রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বাসনা করো না।

ফলে ক্রুশবিদ্ধজনের প্রকৃত প্রেমিক হয়ে উঠে, কোন সৃষ্টজীবের উপর নির্ভর না করে ও নীরব কষ্টভোগে তোমরা নিজেদের আন্তরিক মন্দিরে ক্রুশোৎসব অবিরত পালন করে যাবে। আর যেহেতু একটা উৎসব আনন্দের মধ্যেই পালিত, সেজন্য আমরা শান্ত ও আনন্দপূর্ণ মুখমণ্ডলে কষ্টভোগ ক'রে, আবার নীরব থেকেই ক্রুশভক্তদের ক্রুশোৎসব পালন করব, যেন তেমন উৎসব মানুষের কাছে গুপ্ত থাকে ও কেবল সর্বোচ্চ মঙ্গলের কাছেই প্রকাশ্য হয়। এ উৎসবে ভোজ সবসময়ই গাম্ভীর্যপূর্ণ, কেননা আমাদের ক্রুশবিদ্ধ প্রেমের আদর্শে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাই খাদ্যরূপে গ্রহণ করি।

শ্লোক গা ৬:১৪; হাবা ৩:১৮

℟ আমার একমাত্র গর্ব হল আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ।
℣ আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।
℟ আমি প্রভুতে আনন্দ করব, আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লাস করব।
℣ আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

২২শে অক্টোবর

পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পল

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পলের পোপীয় অধিকার-প্রাপ্তি লগ্নে উচ্চারিত উপদেশ (আংশিক) ২২শে অক্টোবর ১৯৭৮

ভয় করো না! খ্রীষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও।

পিতর রোমে এলেন! প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণার প্রতি বাধ্যতা ছাড়া আর কীইবা রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এই শহরেই তাঁকে পরিচালিত করে নিয়ে এল? হয় তো গালিলেয়ার এ জেলে এখানে পর্যন্ত আসতে ইচ্ছুক নাও ছিলেন। হয় তো তিনি নিজ নৌকা ও নিজ জাল নিয়ে সেইখানে, সেই গেন্নেসারেৎ হ্রদের তীরেই থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ও তাঁর অনুপ্রেরণার প্রতি বাধ্য হয়ে তিনি এখানে এলেন।

প্রাচীন একটি ঐতিহ্য অনুসারে, নেরোর নির্যাতনের সময়ে পিতর রোম ত্যাগ করবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন। তথাপি প্রভু তাঁর সঙ্কল্পে বাধা সৃষ্টির জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। পিতর তাঁকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কুও ভাদিস, দমিনে?' তথা, প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয়বারের মত ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য রোমে যাচ্ছি।' পিতর রোমে ফিরে গিয়েছিলেন এবং নিজের ক্রুশারোপণের ক্ষণ পর্যন্ত এখানে থেকে গেছিলেন।

আমাদের যুগ প্রভুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখবার জন্য ও স্বয়ং খ্রীষ্টের সর্বোচ্চ অধিকার-রহস্যের বিষয়ে বিনম্র ও ভক্তিপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকার জন্য আমাদের আহ্বান করে, সজোরে আমাদের প্রেরণা দেয়, আমাদের বাধ্যই করে।

কুমারী মারীয়ার গর্ভে সঞ্জাত যিনি, যাঁকে লোকে ছুতোরের ছেলে মনে করত, পিতরের স্বীকারোক্তি অনুসারে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র যিনি, তিনি এলেন আমাদের করে তুলতে 'যাজক-রাজ্য'।

দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা এ অধিকার-রহস্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল, এবং এ বিষয়ও স্মরণ করিয়ে দিল যে, যাজক, নবী-গুরু ও রাজা রূপে খ্রীষ্টের এ ভূমিকা মণ্ডলীতে চলমান রয়েছে। গোটা ঈশ্বরের জনগণ সকলেই এ ত্রিবিধ ভূমিকার অংশী। হয় তো এককালে পোপের মাথায় সেই ত্রিরাজ্য অর্থাৎ সেই ত্রিমুকুট দেওয়া হত যাতে তেমন প্রতীকের মধ্য দিয়ে এ ধারণা ব্যক্ত হয় যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর গোটা ক্রমোচ্চ শ্রেণি অর্থাৎ মণ্ডলীর যে 'পবিত্র অধিকার' মণ্ডলীতে অনুশীলন করা হয় তা সেবা ছাড়া আর কিছুই নয়, এমন সেবা যার লক্ষ্য একটিমাত্র তথা, যাতে গোটা ঈশ্বরের জনগণ খ্রীষ্টের এ ত্রিবিধ ভূমিকার সহভাগী হয় ও সর্বদাই প্রভুর অধিকারাধীন থাকে, কেননা এ অধিকারের উৎস এ জগতের প্রভাব-ক্ষমতায় নয়, বরং স্বর্গীয় পিতাতে ও ক্রুশ-পুনরুত্থান রহস্যে প্রতিষ্ঠিত।

প্রভুর পরম অধিকার আর সেইসঙ্গে মধুর ও নম্র অধিকার মানবের গোটা গভীরতম চাহিদায়, তার বুদ্ধি, ইচ্ছা ও হৃদয়ের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দেয়। সেই অধিকার বলের ভাষায় কথা বলে না, বরং ভ্রাতৃপ্রেমে ও সত্যে নিজেকে ব্যাক্ত করে।

রোমের আসনে পিতরের নতুন উত্তরসূরী আজ ভক্তিপূর্ণ, বিনীত ও ভরসাপূর্ণ একটি প্রার্থনা নিবেদন করে: 'ওগো খ্রীষ্ট, এমনটি দাও আমি যেন তোমার অনন্য অধিকারের সেবক হয়ে উঠি ও সেবক হয়ে থাকতে পারি! আমি যেন তোমার মধুর অধিকারের সেবক হই! যেন সেই অধিকারের সেবক হই যা অন্ত জানে না! এমনটি দাও, আমি যেন তোমার দাস হতে পারি! এমনকি, আমি যেন হই দাসানুদাস।'

ভাই-বোন সকলে! খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নিতে ও তাঁর অধিকার মেনে নিতে ভয় করো না! পোপকে সাহায্য কর, সেই সকলকেও সাহায্য কর যারা খ্রীষ্টের সেবা করতে ইচ্ছা করে এবং খ্রীষ্টের অধিকার অনুশীলনে মানবের ও গোটা মানবজাতির সেবা করতে ইচ্ছা করে।

ভয় করো না! খ্রীষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও, সম্পূর্ণরূপেই খুলে দাও! তাঁর পরিত্রাণদায়ী অধিকারের জন্য খুলে দাও রাষ্ট্রসকলের স্বীমানা, খুলে দাও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও উন্নয়নের উদার যত ক্ষেত্র। ভয় করো না! খ্রীষ্ট জানেন 'মানুবের অভ্যন্তরে কি কি আছে'। কেবল তিনিই তা জানেন!

আজ মানুষ প্রায়ই জানে না তার নিজের অভ্যন্তরে, তার নিজের মন ও হৃদয়ের গভীরতম স্থলে সে কি কি বহন করছে। এ পৃথিবীতে তার জীবনের অর্থ যে কি, এবিষয়েও সে প্রায়ই অনিশ্চিত। সে এমন সন্দেহে আক্রান্ত যা হতাশায় পরিণত হয়। তাই, আমার অনুরোধ, বিনম্রতা ও ভরসার সঙ্গে তোমাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ আবেদন: খ্রীষ্টকে মানুষের কাছে কথা বলতে দাও। কেবল তাঁরই কাছে জীবনের কথা, অনন্ত জীবনেরই কথা রয়েছে।

শ্লোক

℟ ভয় করো না: মানুষের মুক্তিসাধক ক্রুশের প্রভাব প্রকাশ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।
℣ খ্রীষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও, সম্পূর্ণরূপেই খুলে দাও।
℟ আমরা মণ্ডলীতে তাঁর অধিকারের সহভাগী হতে আহূত।
℣ খ্রীষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও, সম্পূর্ণরূপেই খুলে দাও।

২৩শে অক্টোবর

কাপেস্ত্রানোর সাধু যোহন, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - কাপেস্ত্রানোর সাধু যোহন-লিখিত 'পুরোহিতদের দর্পণ' **১ম খণ্ড ২**

উত্তম পুরোহিতদের জীবন আলো ও শান্তি ছড়ায়

যাঁরা প্রভুর ভোজে আহূত, তাঁদের উচিত নীতিগতভাবে প্রশংসনীয় ও আদর্শ জীবনাচরণের শুচিতায় উজ্জ্বল

হওয়া ও রিপুর সমস্ত কলুষ বা মলিনতা দূর করে দেওয়া।

তাঁদের উচিত পৃথিবীর লবণের মত নিজেদের ও পরের জন্য যথাযোগ্য জীবন যাপন করা, মহা প্রজ্ঞার আত্মায় উদ্ভাসিত হওয়া, ও তেমন আত্মা দ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করা।

সর্বোচ্চ গুরু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের সেই বাণী উপলব্ধি করতে হবে যা তিনি কেবল প্রেরিতদূতদের ও শিষ্যদের কাছে নয়, কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরী সেই সকল পুরোহিত ও যাজকীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছেও গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন: *তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়।*

যাঁরা পুরোহিতবর্গের অংশ হয়ে তাঁদের জঘন্য আচরণ, রিপু ও পাপের কারণে কুদৃষ্টান্ত দেন, তাঁরা অবজ্ঞার পাত্র ও তুচ্ছ কাদা বলে গণ্য হবারই যোগ্য। তাঁরা নিজেদের জন্যও নয়, পরের জন্যও উপযোগী নন। কেননা সাধু গ্রেগরি বলেন: 'একজনের জীবন যখন ঘৃণার বস্তু, তখন এর ফলে তাঁর বাণীপ্রচারও গ্রহণযোগ্য নয়।'

যে প্রবীণেরা নিজেদের কর্মদায়িত্ব উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত।

হ্যাঁ, যোগ্য পুরোহিতেরা সত্যিই দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য: একটা বাস্তব, অপরটা ব্যক্তিগত; একটা পার্থিব, অপরটা আধ্যাত্মিক; একটা অস্থায়ী, অপরটা চিরস্থায়ী।

তাঁরা পৃথিবীতে বাস করেন বটে, মরণশীল সৃষ্টজীবদের সঙ্গে অনিবার্য মানব-দুর্দশার অধীনও বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্গদূতদের সহনাগরিক, কেননা বিবেচনাপূর্ণ মন্ত্রীরূপে তাঁরা রাজার গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং, যেমন ঈশ্বরের ঊর্ধ্বতম আকাশমন্ডলে সূর্য জগতের উপর উদিত হয়, তেমনি পুরোহিতবর্গের আলো মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হোক, তারা যেন তাঁদের শুভকর্ম দেখে ও স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।

তোমরা জগতের আলো। আলো যেমন নিজেকেই আলোকিত করতে সৃষ্ট নয়, কিন্তু চারদিকে নিজের প্রভা ছড়ায় ও দৃশ্য বস্তু উজ্জ্বল করে, তেমনি ন্যায়বান ও সৎ পুরোহিতদের পুণ্যজীবন তাদেরই আলোকিত ও আনন্দিত করে তোলে যারা দেখে যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পবিত্রতার আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত। এজন্য যাঁকে অন্যদের পরিচালনায় উন্নীত করা হয়, তিনি নিজেরই মধ্যে দেখাবেন, প্রভুর গৃহে অন্যদেরও কেমন ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

শ্লোক সিরা ৪:২৩,২৪; ২ তি ৪:২

℟ উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে অস্বীকার করো না।
℣ কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।
℟ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর।
℣ কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

২৪শে অক্টোবর

সাধু আন্তনি-মেরী ক্লারেৎ, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আন্তনি-মেরী ক্লারেতের রচনাবলি

খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে

পবিত্র আত্মার আগুন দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে প্রেরিতদূতেরা সারা পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে পড়লেন। একই আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রৈরিতিক মিশনারীরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জগতের প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছলেন, এখনও পৌঁছেন, ভবিষ্যতেও পৌঁছবেন, যাতে নিজেদের বেলায় সাধু পলের এ বাণী

আরোপ করতে পারেন: *খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে।*

খ্রীষ্টের প্রেম আমাদের উদ্দীপিত করে, ও দৌড় দিতে ও পুণ্য আগ্রহের পাখায় ভর করে উড়তেই আমাদের প্রেরণা দেয়। যে কেউ সত্যিই প্রেম করে, সে ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে প্রেম করে। যে কেউ সত্যিই সদাগ্রহী, সে প্রেমপূর্ণও হয়, কিন্তু ঊর্ধ্বতর পর্যায় প্রেমপূর্ণ হয়, অর্থাৎ প্রেমের পর্যায় অনুযায়ী; তাতে একজন প্রেমে যতখানি জ্বলন্ত, সদাগ্রহ দ্বারা ততখানি উদ্দীপিত। যার সদাগ্রহ নেই, এতে প্রমাণিত হয় যে তার হৃদয়ে প্রেম ও ভালবাসা নিভে গেছে।

যে কেউ সদাগ্রহী, সে বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করে ও পরিশ্রম করে যেন লোকে এজীবনে ও পরজীবনে ঈশ্বরকে অধিক জানে, ভালবাসে ও সেবা করে। কেননা এ পুণ্য প্রেমের অন্ত নেই। আর তেমন ব্যক্তি প্রতিবেশীর বেলায় সেরূপ ব্যবহার করে। তার ইচ্ছা ও তৎপর প্রচেষ্টায়ই যেন সকলে এ পৃথিবীতে সুখী হয় ও স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেও আনন্দপূর্ণ ও ধন্য হয়। আরও, সকলে যেন পরিত্রাণ পায়, কেউই যেন চিরকালের মত বিনষ্ট না হয়, কেউই যেন ঈশ্বরকে অপমান করে একমুহূর্তেও পাপে না থাকে। এ ছিল পুণ্য প্রেরিতদূতদের আচরণ ও তাদেরও আচরণ, যারা প্রৈরিতিক আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত ছিল।

আমি নিজেকে বলি: মারীয়ার শুদ্ধহৃদয়ের সন্তান এমন ব্যক্তি যে ভালবাসায় জ্বলন্ত, ও যেখানে যায় সেখানে সব পুড়িয়ে ফেলে। তার সত্যকার বাসনা ও যথাসাধ্য প্রচেষ্টাই যেন দিব্য প্রেমের আগুনে মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

কিছুই তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না, সে বরং অভাবে আনন্দিত, উৎসাহের সঙ্গে পরিশ্রমের সম্মুখীন হয়, যত ক্লেশ আলিঙ্গন করে, দুর্নামের পাত্র হলে আনন্দ করে, পীড়নে সুখ পায়। তার একমাত্র চিন্তাই, সে যীশুখ্রীষ্টের কেমন অনুসরণ করবে ও প্রার্থনায়, পরিশ্রমে ও সহিষ্ণুতায় তাঁর কেমন অনুকরণ করবে; এমনকি, সে কেবল ও সবসময়ই ঈশ্বরের গৌরব ও আত্মাদের পরিত্রাণের অন্বেষায়ই খ্রীষ্টের অনুকারী হতে আকাঙ্ক্ষা করে।

শ্লোক ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯

℣ তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:
℟ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।
℣ আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন:
℟ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।

২৮শে অক্টোবর

সাধু সিমোন ও যুদা, প্রেরিতদূত

পর্ব

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৭৬শ বিভাগ ১-২**

যুদা জিজ্ঞাসা করলেন, যীশু কেন আপন শিষ্যদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, কিন্তু জগতের কাছে নয়?

পবিত্র সুসমাচার পাঠ করে বা শুনে, শিষ্যদের প্রশ্ন ও গুরুর উত্তর থেকে আমরাও তাঁদের সঙ্গে সেই সমস্ত বিষয় শিখতে পারি গুরু যা শেখাতেন। এপ্রসঙ্গে, প্রভু যখন বললেন: *আর অল্পকাল পরে জগৎ আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,* তখন যুদা—এই যুদা সেই বিশ্বাসঘাতক ইস্কারিয়োৎ নন—জিজ্ঞাসা করলেন: *প্রভু, এ কেমনটি হয় যে, আপনি শুধু আমাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, জগতের কাছে নয়?* এসো, আমরাও সেই শিষ্যদের মত হই যাঁরা তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখেন, ও তাঁদের সঙ্গে সকলের গুরুর উত্তর শুনি। পুণ্যবান প্রেরিতদূত যুদা—সেই পাপী ও নির্যাতক যুদা নন, কিন্তু প্রভুর অনুগামী যে যুদা—এর কারণ জানতে চান যে, কেনই বা অল্পকাল পরে জগৎ তাঁকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখতে পাবেন।

যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না। দেখ, এখানে আমরা সেই কারণ জানতে পেরেছি যা অনুসারে তিনি আপনজনদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন কিন্তু সেই অপরদের কাছে নয় যাদের তিনি জগৎ বলে অভিহিত করেন: কারণটা হল এ যে, তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে ভালবাসেন, কিন্তু অন্যরা নয়। এ সেই একই কারণ যা সামসঙ্গীতেও ব্যক্ত হয়: *পরমেশ্বর, সুবিচার কর; সেই অসৎ মানুষের পক্ষ নয়, আমারই পক্ষ বেছে নাও।* যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের বেছে নেওয়া হয় ঠিক এ কারণেই যে, তারা তাকে ভালবাসে; কিন্তু যারা তাঁকে ভালবাসে না, তারা যদিও মানুষদের বা স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলে কিন্তু তবুও তারা ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালের মত; তারা যদিও ভাববাণী দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যদিও সকল নিগূঢ়তত্ত্ব ও সমস্ত জ্ঞানের কথা জানে ও এমন পূর্ণ বিশ্বাসের অধিকারী হয় যাতে পাহাড়পর্বতও সরিয়ে দিতে পারে, তারা যদিও তাদের সমস্ত সম্পদ বিলি করে দেয় ও নিজেদের দেহ আগুনে সঁপে দেয়, তবু তাতেও তাদের কোন লাভ নেই।

প্রেম দ্বারাই জগৎ থেকে পুণ্যজনদের চেনা হয়; আর এ প্রেমই সেই আবাসে তাদের একাত্ম করে বাস করায়, যে আবাসে পিতা ও পুত্র এসে বাস করেন: পিতা ও পুত্রই যাদের কাছে একদিন প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তাদের প্রেমের সহভাগী করে তোলেন।

তেমন আত্মপ্রকাশ বিষয়েই শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন রেখেছিলেন, তাই এমনটি ঘটছে যে, যাঁরা প্রভুর বাণী প্রত্যক্ষভাবে শুনছিলেন তাঁরা শুধু নয়, কিন্তু সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমরাও প্রভুর উত্তর জানতে পারি।

যুদা খ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশেরই বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছিলেন, কিন্তু এমন উত্তর পেলেন যা ভালবাসা ও আমাদের অন্তরে তাঁর আবাস লক্ষ করে।

সুতরাং ঈশ্বরের এমন আন্তরিক আত্মপ্রকাশ রয়েছে যা দুর্জনেরা জানে না: পিতা ও পুত্র তাদের কাছে কখনও আত্মপ্রকাশ করেন না।

পুত্রের কথা যদি ধরি, তাহলে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু কেবল দেহে। তেমন আত্মপ্রকাশ আন্তরিক আত্মপ্রকাশের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন; তাছাড়া তাদের পক্ষে চিরস্থায়ীও নয়, কিন্তু অল্পকালেরই ব্যাপার: তেমন আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য হবে বিচার, আনন্দ নয়; হবে দণ্ড, পুরস্কার নয়।

শ্লোক যোহন ৬:৪৫,৪৪

℣ নবীদের পুস্তকে লেখা আছে, তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে:
℟ যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।
℣ পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।
℟ যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।